দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় টিসিবির পন্য বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে আজ রোববার সকাল ১০ টার দিকে ৪৭০ টাকা মূল্যর প্যাকেজে ৫ কেজি চাউল, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ২ কেজি মুসুরির ডাল বিক্রি করা হয় টিসিবির কার্ডধারীদের মাঝে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাস, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল হক, সহ-সভাপতি করম আলী, যুগ্ম সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল, বিএনপি নেতা মিজানুর, বাশার, সাবেক মেম্বর নোয়াজ্জেস, উপজেলা কৃষকদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আ:মতিন খসরু, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আ:কাদের, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এমডিকে সুলতান, যুগ্ম আহবায়ক জুলফিক্কার আলী ভুট্টো কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মমিন বিশ্বাস, সদস্য সচিব খাইরুল,ইউনিয়ন যুবদল নেতা দেলোয়ার, কবির, রুস্তম, আহসান, এনামুল, আহসান-২, সুমন, রাজু, হামজা, রাজু, বাবু, শুকুর আলী, প্যানেল চেয়ারম্যান সাজিবার রহমান, আলমগীর হোসেন, সুমাইয়া খাতুন, মনিরুজ্জামান মন্টু মেম্বর, সিরাজুল ইসলাম, মাহাবুব, বিল্লাল হোসেন, সালাম, আ:রাজ্জাক,আনেহার, দেলোয়ারা, ইউপি সচিব হাসানুজ্জামান, হিসাবরক্ষক মতিয়ার রহমান, উদ্যোক্তা হারুন, হীরা, ওমেদুল প্রমুখ।

দামুড়হুদায় স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের পথসভা ও

লিফলেট বিতরণ

দামুড়হুদায় বাসস্ট্যান্ড ও বাজারের মধ্যে পথসভা ও লিফলেট বিতরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ।

আজ রবিবার (৩ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা বাস স্ট্যান্ডে পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান।

বক্তব্যে তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ২০২৩ সালে ১৩ জুলাই জাতির সামনে উত্থাপিত রাষ্ট্রের কাঠামো মেরামতের যে ৩১ দফা ঘোষণা করেছেন। তারই বাস্তবায়নের জন্য আজ চুয়াডাঙ্গা জেলায় আমরা এসেছি এবং পথসভা ও লিফলেট বিতরণ করছি।

তিনি আরো বলেন, আমরা মানুষের মৌলিক অধিকারের জন্য ১৭ বছর থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করছি। এ আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে আমাদের প্রায় ১০০০ নেতাকর্মীকে গুম করা হয়েছে। মানুষের মৌলিক অধিকার এবং ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮০ বছর বয়সে মিথ্যা মামলায় সাত বছর কারাবরণ করতে হয়েছে।

এই দাবি আদায় করতে গিয়ে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেশনায়ক তারেক রহমানকে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে বিদেশের মাটিতে থাকতে বাধ্য করেছে শেখ হাসিনা। ১৭ টি বছর ধরে মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার নিপীড়ন করে আসছে। আমরা দেখেছি, শাপলা চত্ত্বরে কিভাবে হাজার হাজার মাদরাসার ছাত্রদের উপর গুলি করে হত্যা কারা হয়েছিল। তারপর আমরা দেখেছি কিভাবে বেগম খালেদা জিয়া তার ৪০ বছরের বসবাসরত বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিলো। এভাবে ১৭ বছর মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করেছে, তারই বিস্ফোরণ ঘটেছে ৫ আগষ্ট ছাত্র জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে।

পথসভা শেষে স্বেচ্ছাসেবকদলের নেতাকর্মীরা দামুড়হুদা বাস স্ট্যান্ড ও বাজারের মধ্যে খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে সালাম এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপস্থাপিত ৩১ দফা লিপিবদ্ধ লিফলেট বিতরণ করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোঃ ইকরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবুল সারেং,সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মামুন হোসেন দিপু। চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিটু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল জাহিদ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক এম এ তালহা’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির,সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া। দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মোঃ জাকির হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদ মোল্লা। উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনছার আলী, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইউটিউব দেখে চায়না কমলা চাষে বাজিমাত রাজা মিয়ার

ইউটিউব দেখে শখের বসে চায়না কমলার বাগান করে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা নাস্তিপুর গ্রামের উদ্যেক্তা রাজা মিয়া। থোকায় থোকায় চায়না কমলার ফলনে হাসি ফুটেছে রাজা মিয়ার মুখে।

উদ্যেক্তা রাজা মিয়া বলেন, আমার ১ বিঘা জমিতে ১০০ টি চায়না কমলার চারা রোপণ করেছিলাম । এখন বাগানের বয়স ৫ বছর। রোপণের প্রথম বছরে অল্প কিছু ফল আসে । দ্বিতীয় বছরে প্রথম বারের থেকে একটু ফলন

বেশি হলেও তৃতীয় বছরে পরিপূর্ণ ভাবে চায়না কমলার গাছে ফল আসা শুরু হয়।

বিঘা প্রতি খরচের বিষয়ে জানতে চাইলে রাজা মিয়া বলেন, প্রথমে খরচ একটু বেশি হয়েছে কারন জমির চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিতে হয়েছে, চারা কেনা , জমি চাষ ও অন্যন্য খরচ দিয়ে আমার প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা মতো খরচ হয়েছিল। চায়না কমলা চাষ করেছি কারণ চায়না কমলার রোগ বালাই কম, কয়েকটি রোগ দেখা গেলেও ঔষধ এর মাধ্যমে তা সমাধান করা যায়। আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে এটি মানিয়ে নিয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে ।

পরিচর্যার বিষয়ে তিনি বলেন, চায়না কমলার একটু দেখাশোনা করলেই অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। তবে খেয়াল রাখতে হবে জমিতে পানি না জমে। কারণ গাছের গোড়ায় পানি জমলে গাছ মারা যেতে পারে এবং গাছে ফল থাকলে ঝরে যেতে পারে। জমির আগাছা সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে, সেই সাথে জৈব সার দিতে হবে। কথায় আছে”যত্ন নিলে রত্ন মিলে” সুতরাং একটু যত্ন নিলে চায়না কমলার ফলন বেশি পাওয়া যাবে।

উদ্যেক্তা রাজা মিয়া আরও বলেন চায়না কমলার বাগান নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি কারণ, শুরুতে ইউটিউব ও শখের বসে চয়না কমলার বাগান শুরু করে আল্লাহর রহমতে আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। নিজের বাগানের গাছে থোকায় থোকায় চায়না কমলা দেখে আনন্দে মন ভরে যায়।

দর্শনায় সাবেক কাউন্সিলহরকে হামলা মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে সাবেক কাউন্সিলর আশুর উদ্দীন আশুকে কুপিয়ে জখম করা মামলায় প্রধান আসামি রাশেদকে (৪০) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত রাশেদ দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের

সানিরুলের ছেলে।

আজ শনিবার (২ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের শৈল মারি মাঠে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

উল্ল্যেখ্য গত ২২ অক্টোবর রাত ৮ টার দিকে দর্শনা থানাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের বড় মসজিদের পাশে জনৈক ওসমান (৩২) এর মুদি দোকানের সামনে সাবেক কাউন্সিলর আগুরউদ্দীন আশুকে কুপিয়ে জখম করে পালসার মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় ফরমান আলী বাদি হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখ করে ৭/৮ অজ্ঞাত আসামী করে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করে যার মামলা নং ১৯।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনির ১৫৫১ তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়ে আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটাই চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়। ১৫৫১তম পর্বে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাবেক সভাপতি বনোয়ারী লাল বাগলা গুরুতর অসুস্থ থাকায় ওনার সুস্থতা কামনা করা হয়। স্বরচিত লেখা পাঠ করেন আবু নাসিফ খলিল, নটরাজ হারুন অর রশিদ, খালেকুজ্জামান, এম এ হামিদ,শওকত আলী বিশ্বাস,কাজল গুরু, বনলতা, মিম্মা সুলতানা,সুমন মালিক,শহিদুল ইসলাম, আনছার আলী,কাজল মাহমুদ, হুমায়ুন কবীর,সুমন ইকবাল,ডা. তোফাজ্জল প্রমুখ।

স্বরচিত লেখার উপর আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ, সহ সভাপতি আনছার আলী, কাজল মাহমুদ,আবু নাসিফ খলিল প্রমুখ। চিরায়ত সাহিত্য থেকে লেখা পাঠ করেন এ্যাড. বজলুল রহমান। অনুভূতি ব্যক্ত করেন অধ্যক্ষ শাহাজাহান, শেখ সেলিম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোলাম কবীর মুকুল, হোসেন মোহাম্মদ ফারুক প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুরে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে ব্যাবক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কার্ড থাকা সত্বেও অনেক কার্ডধারীকে দেয়া হয়নি মালামাল। সকাল থেকে দিনমুজুর কামাই করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছে খালি হাতে। মালামাল না পেয়ে নিজের কার্ড ফেরত চাইলেও তা দেয়নি কর্তপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে ভুক্তোভোগি মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে গত পরশু বৃহস্পতিবার টিসিবি’র পন্য বিক্রির নির্ধারিত দিন ধার্য ছিলো। কার্ডপ্রতি ৪৭০ টাকায় ৫ কেজি চাল, ২ কেজি মসুরির ডাল এবং ২ লিটার তেল বরাদ্ধ ছিলো। ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের কলম আলী, ইনতাজ, মমিন, রাজ্জাক, আছিয়া, জবেদা, আ.রহমান, মনভাজ, কহিনুর, আনেছা, শুকুর আলী, শামীম, আমিরুল, নেকবার, আনারুল, বিল্লাল, জরি আলী, বকুল, জাহাঙ্গীর, সাদিকুল, নাজমা, রহিমা, খাইরুল, কাবিল, শহিদুল, জামাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, শুরু থেকে আমরা টিসিবি’র মালামাল

পেয়ে আসছি। সে মোতাবেক জন কামাই করে সকাল টিসিবি’র মালামাল কেনার জন্য পরিষদে যায়। পরিষদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয় তালিকায় তোমাদের নাম নেই। তখন আমরা আমাদের কার্ডটি ফেরত চাই। কার্ড ফেরত দিতে নানা টালবাহানা শুরু করে দেয় দায়িত্বরতরা। এক এক সময় একএক ধরনের তথ্য দেয়া হয় আমাদের। এনিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং হট্রগোল ও চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। চৌকিদার মিজানুর, আজিজুল ও আমিরুল আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও মারমুখি আচরণ করে। আমরা কেন টিসিবি’র পণ্য পাবনা তার যৌক্তিক কারণ জানতে চাই। অধিকার চাইতে গেলে দায়িত্বরতা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবারও ভয় দেখায়। একপর্যায় আমাদের মালামাল লাগবে না, আমাদের কার্ডটি অন্ত:ত্ব ফেরত দেন। কার্ডটি ফেরত দিতেও ব্যার্থ হয় কর্তৃৃপক্ষ।

এদিকে একটি সূত্র জানায়, সাবেক বেগমপুর ইউনিয়নে ২ হাজার ৫৬টি টিসিবি’র কার্ডধারী সদস্য আছে। যার মধ্যে নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে প্রায় ১ হাজার ১৫৬টি বরাদ্ধ রয়েছে। পরে অবশ্য ২ হাজার কার্ড দু’টি ইউনিয়নে সমান ভাগে ভাগ হয়েছে বলে জানাগেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, কার্ডধারী দরিদ্র মুনুষগুলো একটু স্বাশ্রয়ে পণ্য কেনার আশায় দিন কামাই করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেয়ে না খেয়ে মালামাল না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। আর চৌকিদার দফাদারা যে আচরন করে খে সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের নিকট বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছে ভুক্তোভোগি মহল।

আলমডাঙ্গার জামজামি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ ও নিয়োগবাণিজ্যসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া স্কুল ফান্ডের টাকায় কেনা জমি স্ত্রীর নামে রেজিস্ট্রিসহ শিক্ষকদের বেতন বন্ধ রেখেছে ওই

অধ্যক্ষ।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা এসব অভিযোগ তোলেন।

তারা বলেন, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অধ্যক্ষ বনে গেছেন। দেশের পটপরিবর্তনের পর শিক্ষক ও সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা তাঁর বিষয়ে মুখ খুলতে বসেছে।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, ১৯৯৯ সালে আলমডাঙ্গার জামজামী গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামের শাহাদৎ হোসেন মন্টু ৪২ শতক ও মঙ্গল সর্দ্দার নামের একব্যক্তি ৩০ শতক জমি দান করেন। গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মহিবুল ইসলাম। তিনি স্কুলের পাশে প্রতিষ্ঠানের টাকায় নবিরন নেছা নামের এক মহিলার নিকট থেকে ৩২ শতক জমি ক্রয় করেন। ওই জমি ক্রয়ের সময় প্রধান শিক্ষক মহিবুল ইসলাম তার স্ত্রী জেসমিন আরার নামে রেজিষ্ট্রি করেন। কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠানে কলেজ শাখা খোলা হয়। কলেজ শাখা খোলার সময় মহিবুল ইসলাম তার স্ত্রীকে দিয়ে জমিটি কলেজের নামে রেজিস্ট্রি করে অবৈধভাবা দাতা সদস্য মনোনীত হন। এছাড়াও ততকালিন ক্ষমতাসিনদের ছত্রছায়ায় শিক্ষকদের সাথে অসদাচারণ,বেতন না দিয়ে শিক্ষদের হয়রানি করাসহ শিক্ষক নিয়োগের নামে টাকা আত্মসাত করেন।

প্রতিষ্ঠানের সাবেক ম্যাজিং কমিটির সদস্য রফি উদ্দিন জানান, তার ভাগ্নে হবি থানার গাংদী গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের চাকুরীর জন্য অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলামের নিকট চারজন শিক্ষককে সাথে নিয়ে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা দেন। পরে দুই দফায় রফিউদ্দিন আরও ১ লাখ ৫ হাজার টাকা দেন। ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা নিয়ে জাহাঙ্গীর আলমকে চাকুরী দেননি। চাকরী না পেয়ে টাকা ফেরৎ চাইতে গেলে তিনি আওয়ামীলীগের ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেন।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মহিনুর রহমান, জহুরুল ইসলাম, ছানোয়ার হোসেন, আরমান আলী, জিন্নাত আলী, হেকিম আলী, শরিফুল ইসলাম, ইমাদুল হক, আবুল কাশেম অভিযোগ করে জানান অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম গত ১৬ বছর ধরে দলীয় ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে তার তেলবাজ অনুসারী শিক্ষকদের সাথে নিয়ে শিক্ষক প্রতিনিধি করে প্রতিষ্ঠান চালাতেন। তিনি তৎকালিন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সেলুন জোয়ার্দ্দারের ভাই রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনকেও সভাপতি

করেন । তাকে সাথে নিয়ে মেতে উঠেন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বাণিজ্যে। কয়েক বছরে নিয়োগ বাণিজ্য করে প্রায় অর্ধকোটি টাকা আত্মসাৎ করে অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম। দীর্ঘ বছর ধরে প্রতিষ্ঠান থেকে কোন টাকা শিক্ষকদের দেননি, এমনকি শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে নেওয়া উপবৃত্তির টিউশন ফ্রির টাকাও আত্মসাৎ করেন তিনি।

শিক্ষকরা আরও জানান, বেশ কয়েকজন শিক্ষকের বেতন বিনা কারণে বন্ধ করে রেখে হয়রানি করেন।

অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম তার দাড়ি ছিড়ে দেওয়াও হুমকি দেওয়া সহ প্রতিষ্ঠানের বেশকিছু শিক্ষককে মামলার ভয় দেখাতে থাকেন।

এসকল অভিযোগ তুলে শিক্ষকরা অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলামের অপসারন দাবী করেন।

এসব অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষ মহিবুল ইসলাম বলেন, তার নামে শিক্ষকরা যে সকল অভিযোগ তুলেছেন তা সঠিক নয়। তিনি এসকল কাজের সাথে জড়িত নন।

দর্শনায় ছাত্র জনতার নির্যাতন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অবিভাবকদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় ছাত্র ছাত্রীরা দর্শনা বাজার থেকে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্টিত হয়।

এ মিছিলে ৪ আগস্ট কতিপয় দুর্বৃত্ত কতৃক ছাত্র জনতার উপর নগ্ন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অভিভাবকরা মানববন্ধন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে ছাত্র জনতার অবিভাকরা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছে। ঐদিন বিকাল ৫ টায় দর্শনা থানা এলাকায় নির্যাতনের স্বীকার ছাত্র জনতার অবিভাবক মা বাবা ভাই বোন ও আত্নীয় স্বজনেরা মানব বন্ধনে দাড়ালে

দর্শনা -চুয়াডাঙা গামী ও দর্শনা -যশোরগামী পরিবহন সহ সব ধরনের যান বাহন চলাচল আধাঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাধারন মানুষ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে সৃষ্টি হয় জানজোটের।

এ সময় ছাত্র জনতা দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড বগ চত্তরে ৪ আগষ্টের কথা তুলে ধরে। এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজিব আহম্মেদ,সজিব হাসান,পলাশ আহম্মেদ,রুবেল হোসেন,সাইদুর রহমান লিংকন ও আঃ হাই মিয়া।

এ সময় বক্তব্যকালে বলেন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাসহ ২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরের গুন্ডা বাহীনী দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উপর যে হামলা চালিয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। ছাত্ররা আরও বলেন,ফ্যাসিস্ট সরকারের আলোচনা সমালোচনা করে বলেন ছাত্র জনতার প্রতিরোধে যেসব সন্ত্রাসীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফের এলাকায় এসে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর চেস্টা করছে,তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে বলে হুসিয়ারি দেন।

দর্শনা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে চুরি ঠেকাতে ৪ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

চুয়াডাঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকল এ চিনিকলে ৪টি কমপ্লেক্স নিয়ে গঠিত চিনিকলটি।এ চিনিকলের মৃল হচ্ছে দর্শনা ডিষ্ট্রিলারী। ইতিমধ্যে ডিষ্ট্রিলারী থেকে চুরি ঠেকাতে নানা মুখি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন নবাগত এমডি রাব্বিক হাসান।

দর্শনা কেরু শ্রমিক ইউনিয়নের নবাগত সাধারন সম্পাদক হাফিজুর ইসলাম হাফিজ বলেন,বর্তমানে কেরু ডিষ্টিলারীতে চুরি ঠেকাতে ৪ স্তরের নিরাপত্তা ব্যাবস্থা জোরদার করেছে। যে সব শ্রমিক কাজ করে ফরেনলিকার ও বাংলা মদের ফ্যাক্টরিতে তাদের প্রত্যকের চেকিং করে বেরোনো ও ঢুকনো হচ্ছে। এবং গেটে ৪ জন দারুয়ান রাখা হয়েছে। এসব নিরাপত্তা ব্যাবস্থা জোরদার করার ফলে বর্তমানে চুরি শুন্যের

কোঠায় চলে এসেছে।এসব পদক্ষেপ গ্রহন করায় এমডি রাব্বিক হাসানকে সাধুবাদ জানিয়েছে শ্রমিক ইউনিয়ন ও সুধি মহল। দর্শনা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে ফরেনলিকার ও বাংলা মদ চুরি করার যতই চাতুরী ও কৌশল অবলম্বন করেন না কেন নিশ্চিত ধরা খাবেন চোরেরা ।

আজ দর্শনা কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান জানান, চোরেরা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে ফরেনলিকার বা বংলা মদ চুরি করার যতই চেষ্টা করুক না কেন ধরা খাবে নিশ্চিত। দীর্ঘদিন ধরে দর্শনা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে ফরেনলিকার ও বাংলা মদ চুরি হয়ে আসছে নানা কৌশলে। ফলে ফরেনলিকার ও বাংলা মদ চুরি বন্ধ করতে বেশ কিছু গোপন পদক্ষেপ নিয়েছেন কেরুজ নবাগত এমডি রাব্বিক হাসান।

তিনি আরো জানান দীর্ঘদিন কেরুজ মদ চুরি ঘটনা ঘটে চলেছে। ফলে এবার আমরা শুধু সিসিটিভি ক্যামেরা নয় বেশ কিছু গোপন পদক্ষেপ নিয়েছি। মদ চুরি করতে যত ধরনের কৌশল এবং ছলচাতুরতা অবলম্বন করুক না কেন আমারা ঠিক তাকে ধরে ফেলতে পারবো। এছাড়া তিনি চোরেদের উদ্যেশে সর্তক করে বলেন আগে যা করেছেন এখন থেকে ভাল হয়ে যান। সরকারী সম্পদ চুরি করে কেউ রেহায় পাবে না। ধরা পড়লে সাথে সাথে কঠোর হাতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সম্প্রতি ডিষ্ট্রিলারীর ইলেক্ট্রিক হেলপার আব্বাস আলীর বাক্সে ৬ বোতল ফরেনলিকার ও খালী ২টি মদের বোতল উদ্ধার হয়।

এ ঘটনায় কেরজ কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্যর তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করে আব্বাস আলীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন। আগামীতে কেউ যদি মদ চুরি করে ধরা পড়ে তাহলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে জানান ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

দর্শনা কেরু চিনিকলে ১০ দিন পরে এলো টিএসপি সার ও কীটনাশক

চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকল এলাকায় ইক্ষু রোপন ভরা মৌসুমে হঠাৎ করে টিএসপি সার, মাটিশোধন ও কীটনাশক চরম সংকট, দেখা দেয়।